চেক, বিনিময় বিল এবং প্রতিশ্রুতিপত্র
Cheque, Bill of Exchange and Promisory Note

ইউনিট ৬

ভূমিকা

আধুনিক যুগে হস্তান্তরযোগ্য দলিলগুলোর মধ্যে চেক সবচেয়ে সহজ ও জনপ্রিয়। নগদ টাকা হস্তান্তর করার মধ্যে হারানো বা ছিনতাই হওয়ার ঝুঁকি থাকে কিন্তু চেকে সেটি নেই। চেকের মাধ্যমে টাকা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরাপদে হস্তান্তর করা যায়। চেকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করা হলে লিখিত রেকর্ড থাকে। ফলে জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ করা যায়।

বর্তমানে ধারে কেনা-কাটার মাধ্যমেই অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। ধারে কেনাকাটার বিষয়টি পুরোপুরি বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। তবে অনেক সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা যায়। বিশ্বাসের ঘাটতি হলে তখন 'বিনিময় বিল' (Bill of Exchange) বা প্রতিশ্রুতিপত্র (Promissory Note) ব্যবহার করা যেতে পারে।

দ্রব্যের বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে দ্রব্যের মূল্য বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কোন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করার শর্তহীন আদেশকে বিনিময় বিল বলা হয়। যে দলিলের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি শর্তহীনভাবে প্রতিজ্ঞা করে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কোন বিশেষ তারিখে উক্ত দলিলের বাহক অথবা অন্য কোন আদিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়া হবে, সে দলিলকে প্রতিশ্রুতিপত্র বলে। প্রতিশ্রুতিপত্রে টাকা দেয়ার জন্য কোন শর্ত থাকে না। এটি একটি প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি মাত্র। এটি অঙ্গীকারপত্র নামেও পরিচিত। আসুন, এ ইউনিট শেষ করি এবং চেক, বিনিময়পত্র ও প্রতিশ্রুতিপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ ঃ চেক
পাঠ-৬.২ ঃ বিনিময়পত্র
পাঠ-৬.৩ ঃ প্রতিশ্রুতিপত্র

মুখ্য শব্দমালা	প্রতিশ্রুতিপত্র, বিনিময় বিল এবং চেক

পাঠ-৬.১ চেক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চেক কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- চেকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- চেকের পক্ষসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার চেকের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন।
- চেক সম্পর্কিত প্রতারণা ও জালিয়াতির বিপক্ষে ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কী হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- চেক অনুমোদন ও অনুমোদনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- চেকের অমর্যাদা ও হারানো চেকের জন্য করণীয় ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

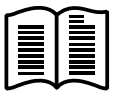

চেকের ধারণা

ব্যাংকের কোন মক্কেল কর্তৃক তার ব্যাংকের প্রতি তার হিসাব হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বাহককে অথবা আদিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করার লিখিত আদেশকে চেক বলে। ইংল্যান্ডের বিনিময় বিল আইন-এর ভাষায়, "চেক কোন ব্যাংকের উপর আনীত এমন একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল যা চাওয়ামাত্র পরিশোধ করতে হয়। হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যাংকের উপরে কাটা এবং শুধু চাওয়ামাত্র পরিশোধযোগ্য 'আদেশ'কে চেক বলা হয়। সুতরাং আমরা জানলাম, চেক এক ধরনের আদেশ। "A cheque is an order, written by a drawer, to a banker to pay on demand a specified sum of money to a person or persons named as payee on the cheque" - Hanson.

চেক আমানতকারী কর্তৃক তাকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে অথবা বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়ার জন্য ব্যাংকের প্রতি একটি শর্তহীন লিখিত আদেশ। এ আদেশ অনুযায়ী ব্যাংক কোন ব্যক্তিকে বা বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চাওয়ামাত্র প্রদান করতে বাধ্য থাকে। চেক একমাত্র ব্যাংকের উপরই কাটা যায়। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর কাটা যায় না। ব্যাংকে যার আমানত আছে, সে ব্যক্তিই শুধু চেক কাটতে পারে। ব্যাংক থেকে সরবরাহ করা মুদ্রিত চেকের পাতায় চেক কাটা হয়। যে কোন কাগজে চেক লেখা যায় না। আবার এক ব্যাংকের চেক অন্য ব্যাংকের উপর কাটা যায় না। চেকের সংজ্ঞা জানা হল। এবার আসুন আমরা এর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই।

চেকের বৈশিষ্ট্যসমূহ

চেকের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিচে আলোচনা করা হলোঃ

১. **আদেশ ঃ** চেক টাকা দেয়ার জন্য ব্যাংকের প্রতি একটি আদেশ। চেক 'আদেশ' শব্দটি খোলাখুলি লেখার দরকার নেই। কারণ 'দেয়া হোক' এই কথাটি হতে বোঝা যায় যে, চেক একটি আদেশ।

২. **শর্তবিহীন আদেশ ঃ** টাকা প্রদান করার আদেশ শর্তবিহীন হতে হবে। কোন শর্ত আরোপ করলে তা চেক হয় না।

৩. **লিখিত আদেশ ঃ** চেক অবশ্যই লিখিত হয়। মৌখিক আদেশ চেক বলে গণ্য হয় না।

৪. **ব্যাংকের প্রতি আদেশ ঃ** চেক শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ব্যাংককে উদ্দেশ্য করে কাটা হয়। ব্যাংক ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর চেক কাটা যায় না।

৫. **স্বাক্ষর ঃ** চেকে অবশ্যই চেকদাতার স্বাক্ষর থাকবে। চেক প্রস্তুতকারকের স্বাক্ষর ব্যতীত চেক বৈধ বলে গণ্য হয় না।

৬. **তারিখ ঃ** চেকে অবশ্যই তারিখ থাকবে। এতে তারিখ না থাকলে ব্যাংকের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭. **পক্ষসমূহ ঃ** চেকে সাধারণত: তিনটি পক্ষ থাকে। **১ম** পক্ষকে আদেষ্টা, **২য়** পক্ষকে আদিষ্ট এবং **৩য়** পক্ষকে প্রাপক বলা হয়। যিনি চেক প্রস্তুত করেন বা চেক কাটেন তিনিই আদেষ্টা। পক্ষান্তরে, ব্যাংকের উদ্দেশ্যে চেক কাটা হয় বলে ব্যাংক আদিষ্ট। যিনি ব্যাংকে চেক জমা দিয়ে টাকা গ্রহণ করেন তিনিই প্রাপক। চেক দাতা নিজেও প্রাপক হতে পারেন।

৮. **কথায় ও অংকে টাকার পরিমাণ ঃ** অস্পষ্টতা পরিহারের উদ্দেশ্যে চেকে কথায় ও অংকে টাকার পরিমাণ লিখতে হয়।

৯. **চাওয়ামাত্র পরিশোধ ঃ** চেকের টাকা চাওয়ামাত্র পরিশোধ করতে হয়। চেকের উপর 'চাওয়ামাত্র' কথাটি লিপিবদ্ধ না থাকলেও তা ব্যাংকে উপস্থাপন করা মাত্রই কোন আইনগত কারণ না থাকলে পরিশোধ করতে হয়। দাগকাটা চেকের বেলায় অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

১০. **নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ ঃ** চেকে পরিশোধ্য টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে। পরিমাণে দ্ব্যর্থকতা থাকলে তা চেক হিসেবে গণ্য হবে না।

১১. **অনুমোদিত ব্যক্তিকে টাকা প্রদান ঃ** নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার আদিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা চেকের বাহককে দিতে হবে।

১২. **বিহিত মুদ্রায় টাকা পরিশোধ ঃ** চেকের টাকা দেশীয় বিহিত মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে। দেশের আইনসঙ্গত প্রচলিত মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোন বিদেশী মুদ্রায় চেকের টাকা পরিশোধ করা যায় না।

১৩. **চেক কাটার বাধ্যবাধকতা ঃ** ব্যাংকের গ্রাহক ছাড়া অন্য কেউ চেক কাটতে পারে না। অর্থাৎ ব্যাংক হতে যে হিসাবগ্রহীতার নামে চেক ইস্যু করা হয় এবং যার নমুনা স্বাক্ষর ব্যাংকে রক্ষিত থাকে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ চেক কাটলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৪. **উপস্থাপন ঃ** চেকের টাকা পরিশোধের জন্য চেক অবশ্যই প্রচলিত নিয়ম মাফিক ও যথাসময়ে ব্যাংকে উপস্থাপন করতে হবে।

চেকের পক্ষসমূহ

চেকের ৩টি পক্ষ থাকে যথা আদেষ্টা, আদিষ্ট ও ব্যাংক।

১. আদেষ্টা ঃ চেকের আদেষ্টাকে চেক প্রস্তুতকারকও বলে। এর মাধ্যমে ব্যাংকের আমানতকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চেকের বাহক বা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে প্রদান করার জন্য তার ব্যাংককে আদশে প্রদান করে। এক্ষেত্রে আমানতকারী হলেন চেকের আদেষ্টা। কোন প্রতিষ্ঠান কোন কর্মীকে চেক কাটার কর্তৃত্ব (authority) প্রদান করলে তিনিও চেকের আদেষ্টা হবেন। এক্ষেত্রে আমানতকারী হলো প্রতিষ্ঠান কিন্তু আদেষ্টা হলেন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

২. আদিষ্ট ঃ আদিষ্ট হলো চেকের দ্বিতীয় পক্ষ। আদিষ্ট বলতে তাকেই বুঝানো হবে যার উপর অর্থ পরিশোধের জন্য চেকের মাধ্যমে আদেশ প্রদান করা হয়। ব্যাংক হলো চেকের আদিষ্ট।

৩. গ্রাহক ঃ সহজ কথায় আদেষ্টা চেকের মাধ্যমে যাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের আদেশ দেয় তাকে চেকের প্রাপক বলে। আদেষ্টা নিজেই চেকের প্রাপক হতে পারেন। এর মানে হলো, ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে হলে তাকে চেক কাটতে হবে। চেকের টাকা তিনি নিজে তুলতে পারেন কিংবা অন্যতে দিয়েও তুলতে পারেন।

চেকের প্রকারভেদ

চেক প্রধানত ৩ প্রকার, যথা : বাহক চেক, হুকুম চেক এবং দাগকাটা চেক। এগুলো সম্পর্কে আগের ইউনিটে ধারণা দেয়া হয়েছে। এখানে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

১. বাহক চেক

যে চেক যে কোন ব্যক্তি ব্যাংকে উপস্থাপন করে টাকা তুলতে পারে, তাকে বাহক চেক বলে। এ ধরনের চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা' শব্দ লেখা থাকে। যে এ চেক ধারণ করবে, সে-ই এ চেকের মালিক হবে। যে ব্যক্তিই এ চেক ব্যাংকে যথাসময়ে নিয়মমাফিক উপস্থাপন করবে, সে-ই এ ধরনের চেকের টাকা পাওয়ার অধিকারী। বাহক চেকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। আগে বাহক চেক দিয়ে নির্দিষ্ট শাখা ছাড়া টাকা তোলা যেত না। এখন অন-লাইন ব্যাংক হওয়ায় যে কোন শাখা থেকে চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা যায়।

সুবিধা ঃ

১. যে কেউ এ ধরনের চেক ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারেন।
২. এ ধরনের চেককে ইচ্ছে করলেই হুকুম চেক বা দাগকাটা চেকে পরিণত করা যায়।
৩. এটি হস্তান্তর করার জন্য নিয়মকানুন খুব সহজ।
৪. এ ধরনের চেকে লেনদেন সবচেয়ে সহজ। বাহক চেক ব্যাংকে উপস্থাপনের সাথে সাথে অর্থ দিয়ে দিবে।

বাহক চেকের অসুবিধাসমূহ ঃ

১. বাহক চেকের নিরাপত্তা কম। চেক হারিয়ে গেলে ব্যাংকে হারানো সংবাদ দেওয়ার পূর্বে যে কেউ উপস্থাপন করে টাকা তুলে নিতে পারে।
১. এ ধরনের চেক সাথে করে বহন করার সময় নিরাপত্তার কারণে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
২. এ ধরনের চেকের মাধ্যমে বড় ধরনের লেনদেন নিরাপদ নয়। তখন রেখাংকিত চেক ব্যবহার করা নিরাপদ।

২. হুকুম চেক

যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা' শব্দটির পর Order বা আদেশক্রমে অথবা বাহকের শব্দটি কেটে দেয়া হলে তাকে হুকুম চেক বলে। ব্যাংক চেকে উল্লিখিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে এ ধরনের চেকের টাকা প্রদান করতে পারবে না। আমানতকারী কর্তৃক সনাক্ত করার পর ব্যাংক উপস্থাপিত চেকের টাকা প্রদান করে। এ ধরনের চেকে টাকা তোলার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্যাংকে উপস্থিত হতে হয়।

হুকুম চেকের সুবিধাসমূহ ঃ

১. হুকুম চেক বাহক চেকের চেয়ে বেশী নিরাপদ এবং জালিয়াতিও কম হয়।
২. চেক হারিয়ে গেলেও যে কেউ টাকা তুলতে পারে না।
৩. হুকুম চেকের পেছনে স্বাক্ষর করে হস্তান্তর করা যায়।
৪. হুকুম চেকের মাধ্যমে যে কোন পরিমাণ অর্থের লেনদেন করা নিরাপদ।
৫. হুকুম চেকে ঝুঁকি কম থাকে।

হুকুম চেকের অসুবিধাসমূহ ঃ

১. হুকুম চেকের টাকা নির্ধারিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ তুলতে পারে না বলে লেনদেন সহজ হয় না।
২. ব্যাংকে হিসাব না থাকলে এ ধরনের চেকের টাকা পেতে অসুবিধা হয় বা বিলম্বিত হয়।
৩. এ ধরনের চেকের নিরাপত্তা দাগকাটা চেক অপেক্ষা কম।
৪. একমাত্র প্রস্তুতকারকই হুকুম চেককে বাহক চেকে রূপান্তর করতে পারে, অন্য কেউ নয়।

৩. দাগকাটা চেক

যে চেকের উপরে বাম দিকে উপরের কোণায় কোনাকুনি দুটি সমান্তরাল রেখা অংকন করা হয় এবং 'এন্ড কোং', 'কেবলমাত্র প্রাপকের হিসাবে', কোম্পানীর নাম, ব্যাংকের নাম বা শাখার নাম প্রভৃতি উল্লেখ থাকে, তাকে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটার কারণে চেকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি এড়ানোর উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাংকের মাধ্যমে চেকের টাকা পরিশোধের লক্ষে চেকের উপরিভাগে বাম কোণে আড়াআড়ি দুটি দাগকাটাসহ চেক প্রস্তুত করা হয়।

দাগকাটা চেকের সুবিধাসমূহ ঃ

১. দাগকাটা চেকের টাকা ব্যাংকের হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হয়। ব্যাংকে কোন নির্দিষ্ট হিসাবে জমা না দিয়ে সরাসরি টাকা তোলা যায় না বলে এ চেক হারিয়ে গেলেও চেকের টাকা ঝুঁকি থাকে না। এটি লেনদেনের প্রামান্য দলিল হিসেবে কাজ করে।
২. দাগকাটা চেক ব্যাংকে জমা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করা হয় বলে অন্য কেউ টাকা তুলতে পারে না। সে কারণে ঝুঁকি থাকে না। শুধুমাত্র চেকের প্রাপকই চেকের টাকা ভোগ করতে পারে। এ নিশ্চয়তা দাগকাটা চেকেই সম্ভব।

৩. যেহেতু দাগকাটা চেকের টাকা কোন ব্যাংকের নির্দিষ্ট কোন হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়, সেহেতু কোন চেক কেউ জালিয়াতি বা চুরি করলে তা সনাক্ত করা সহজ হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে লেনদেন পুরোপুরি নিরাপদ।
৪. দাগকাটা চেকের নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশী হওয়ায় যে কোন ধরনের বড় অংকের টাকা দাগকাটা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যায়।
৫. প্রয়োজন হলে দাগকাটা চেককে আদেষ্টা কর্তৃক খোলা বা হুকুম চেকে পরিণত করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক চেকে দাগকাটা স্থানে তার নমুনা স্বাক্ষর করে চেকটি বাহক চেকে বা হুকুম চেকে রূপান্তর করতে পারেন। এ চেক অনুমোদন দ্বারা হস্তান্তর করা যায়।
৬. দাগকাটা চেক অধিকতর নিরাপদ এবং জালিয়াতি ও প্রতারণার সুযোগ কম হওয়ায় ব্যাংক ও মক্কেল উভয়েই নিরাপদ বোধ করে। ফলে তাদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবোঝির অবকাশ থাকে না।
৭. ব্যাংকের কাছেও দাগকাটা চেক সুবিধাজনক ও নিরাপদ। কেননা ব্যাংক নিশ্চিন্তে অন্য ব্যাংক কর্তৃক উপস্থাপিত দাগকাটা চেক পরিশোধ করতে পারে।

বিশেষ ধরনের চেকসমূহ ঃ

উপরে আলোচিত প্রধান তিন প্রকার চেক ব্যতীত আরও কিছু চেক রয়েছে। নিচে এসবচেকের বর্ণনা দেয়া হলোঃ

১. পূর্ববর্তী তারিখের চেকঃ ধরুন, চেক উপস্থাপন করা হলো ১ জুলাই ২০১৮ অথচ উপস্থাপনের তারিখ হলো ২৫ জুলাই ২০১৮। এ ধরনের চেককে পূর্ববর্তী তারিখের চেক বলে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী চেকে উল্লেখিত তারিখ হতে পরবর্তী ছয়মাস বা ১৮০ দিন পর্যন্ত চেক Valid থাকে। এরপর আর উক্ত চেকের মাধ্যমে টাকা তোলা যাবে না। তারিখ পরিবর্তন করে প্রস্তুতকারকের স্বাক্ষরের মাধ্যমে আবার টাকা উত্তোলন করা যায়।

২. পরবর্তী তারিখের চেক ঃ এ ধরনের চেকে প্রস্তুতকারী আগাম তারিখ উল্লেখ করে। এক্ষেত্রে উক্ত তারিখ না আসা পর্যন্ত ব্যাংক থেকে টাকা তোলা যাবে না। ধরুন, আজ ১৬-৭-২০১৮ তারিখ। সালাম কবিরকে আগামী ২৫-৮-২০১৮ তারিখের একটি বাহক বা হুকুম চেক প্রদান করল। এক্ষেত্রে ২৫ আগস্ট ২০১৮ না আসা পর্যন্ত ব্যাংক থেকে টাকা তোলা যাবে না। এ ধরনের চেককে আগাম চেক বলে।

৩. বাতিল বা বাসি চেক ঃ চেকে উল্লিখিত তারিখ হতে পরবর্তী ছয়মাস পর্যন্ত একটি চেকের মেয়াদ থাকে। ছয় মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পরে চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে তাকে বাসি বা বাতিল চেক বলে।

৪. ভ্রমণকারীর চেক ঃ ভ্রমণের সময় নগদ অর্থ বহন করা নিরাপদ নয়। তাই ব্যাংক নগদ টাকা রেখে ভ্রমণকারীকে একটি চেক দেয়। এটিকে ভ্রমণকারীর চেক বলা হয়। ইস্যুকারী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা বা বিদেশে যে কোন শাখা ও প্রতিনিধির নিকট জমা দিয়ে উক্ত চেকের টাকা উত্তোলন করা যায়। অন-লাইন ব্যাংকিং হওয়ার কারণে ভ্রমণকারীর চেক এখন কমে যাচ্ছে।

৫. প্রত্যায়িত চেক ঃ যে চেকের টাকা তুলতে পূর্বে ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের অনুমোদন নিতে হয়, তাকে প্রত্যায়িত চেক বলে। শুধুমাত্র বড় অংকের টাকার চেকেই এ ধরনের প্রচলন আছে।

৬. খোলা চেক ঃ কোন ধরনের দাগকাটা না থাকলে তাকে খোলা চেক বলে। এটা কম নিরাপদ। যেকোন পক্ষ খোলা চেককে দাগকাটা চেকে রূপান্তর করতে পারে। এখানে কোন ব্যক্তির নাম থাকে না। শুধু 'Cash' লিখে চেক কাটা হয়।

৭. হারানো চেক ঃ ধরুন, আপনার একটি চেক হারিয়ে গেল। কী করবেন? তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংককে জানাবেন। এটাই হারানো চেক। ব্যাংক হতে টাকা তোলার পূর্বে চেক হারিয়ে ফেললে তাকে হারানো চেক বলা হয়। হারানো চেক হতে টাকা তোলা যায় না। লিখিত নোটিশের মাধ্যমে এ ধরনের চেকের টাকা পরিশোধ বন্ধ রাখা যায়।

৮. চুরি বা জালিয়াতি চেক ঃ কেউ চেক চুরি বা জালিয়াতি করলে তাকে চুরি বা জালিয়াতি চেক বলা হয়। এক্ষেত্রে চেকের মালিক ব্যাংকে নোটিশ প্রদান করে চেকের টাকা প্রদান বন্ধ রাখতে পারে।

চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি

প্রস্তুতকৃত চেকে অবৈধভাবে কোনরূপ পরিবর্তন করে অথবা আমনতকারীর স্বাক্ষর জাল করে ব্যাংকে চেক উপস্থাপনের মাধ্যমে টাকা তোলাকে জালিয়াতি বলে। এ ধরনের জালিয়াতির জন্য বাংলাদেশে ব্যাংকিং আইনে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। কোন আমানতকারীর হিসাবে যে পরিমাণ টাকা আছে তা থেকে বেশী অংকের টাকা চেকে লিখা, ভুল হিসাব নম্বর লিখা, একই ব্যাংকের অন্য শাখার চেক উপস্থাপন করা, এক হিসাবের চেক অন্য হিসাবের জন্য জমা করা, যথাযথ হস্তান্তর ব্যতিরিকে চেক জমা দেয়া প্রভৃতি পন্থা ইচ্ছাকৃত ভাবে অবলম্বন করে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর চেষ্টা করাকে চেকের প্রতারণা বলা হয়।

মোটকথা, কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে যে কেউ টাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করলে তাকে চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি বলা হয়।

চেকের জালিয়াতি ও প্রতারণার বিপক্ষে ব্যাংকের সতর্কতা বা করণীয়সমূহ

চেক জালিয়াতি অনেক সময় বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনে। চেকের জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আসুন, বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করি:

১. ব্যাংক ও শাখা ঃ কোন চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে প্রথমেই দেখতে হবে উক্ত চেক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কিনা।

২. স্বাক্ষর পরীক্ষা ঃ জমাকৃত চেকটির নির্দিষ্ট জায়গায় চেকের আদেষ্টার স্বাক্ষর আছে কিনা ও উক্ত স্বাক্ষর তার ব্যাংকে জমাকৃত নমুনা স্বাক্ষরের সাথে হুবহু মিল আছে কিনা তা দেখতে হবে।

৩. চেকের তারিখ ঃ মেয়াদ উত্তীর্ণ চেক বা অগ্রিম চেকের টাকা পরিশোধ করা যাবে না। এমনকি চেকে তারিখ কাটাকাটি থাকলে সেক্ষেত্রে আদেষ্টার নমুনা স্বাক্ষর ব্যতীত টাকা প্রদান করা যাবে না।

৪. চেকের ক্রমিক নম্বরঃ চেক বইয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ক্রমিক নম্বর থাকে, যা উক্ত গ্রাহকের লেজার বইয়ে লিপিবদ্ধ করা থাকে। চেকের টাকা পরিশোধ করার পূর্বে দেখতে হবে যে উক্ত চেকের নম্বর তার নামে ইস্যুকৃত সিরিয়াল নম্বরের সাথে মিলে কিনা।

৫. অর্থের পরিমাণ ঃ চেকে উল্লিখিত অংকে ও কথায় টাকার পরিমাণ একই কিনা না হলে চেক প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৬. চেকের পরিবর্তন ঃ চেকে কোন ধরনের পরিবর্তন, যেমন তারিখ পরিবর্তন, টাকার অংক পরিবর্তন ইত্যাদি আছে কিনা তা দেখতে হবে। আদেষ্টার ব্যাংকে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষর চেকে আছে কিনা তা পরীক্ষা করা অপরিহার্য।

৭. ছেড়া চেক ঃ চেক ছেড়া বা মোচড়ানো হলে ব্যাংক চেকটি প্রত্যাখান করবে।

৮. চুরিকরা চেকঃ কোন চেক চুরি করা হয়েছে বা বাহক কুড়িয়ে পেয়েছে এমনটি প্রমাণিত হলে ব্যাংক চেকের টাকা প্রদান করবে না।

৯. হিসাব নম্বর ঃ ব্যাংকে উপস্থাপিত চেকে যে হিসাব নম্বর আছে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

১০. আদালতের নিষেধাজ্ঞা ঃ কোন চেকের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা থাকলে চেকের টাকা প্রদান করা যাবে না।

১১. আদেষ্টার মৃত্যু বা দেউলিয়াপনা ঃ আমানতকারীর মৃত্যুমুখে পতিত হলে বা তিনি দেউলিয়া বা পাগল ঘোষিত হলে চেকের টাকা প্রদান করা যাবে না।

১২. আদেষ্টার নিষেধাজ্ঞা ঃ চেক প্রস্তুতকারক কোন কারণে কোন চেকের টাকা পরিশোধ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে থাকলে উক্ত চেকের টাকা পরিশোধ করা যাবে না।

১৩. সন্দেহযুক্ত চেক ঃ চেকের টাকা পরিশোধ করার পূর্বে চেকে কোন প্রকার সন্দেহ আছে কিনা তা নিশ্চিত করার পরই শুধু টাকা পরিশোধ করতে হবে। কোনরূপ সন্দেহ থাকলে চেকের টাকা পরিশোধ করা সঙ্গত নয়।

চেক প্রত্যাখ্যান বা চেকের অমর্যাদাকরণ

চেকে কোন প্রকার ত্রুটি না থাকলে ব্যাংক চেকের টাকা দিতে বাধ্য। এটাকে চেকের মর্যাদাকরণ বা honor করা বলা হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংক চেকের টাকা দিতে অস্বীকার করে থাকে, এটাকেই চেকের অমর্যাদাকরণ বা dishonor করা বলা হয়। চেকের dishonor অবশ্যই আইনসঙ্গত হতে হবে। একটি চেকের যে সকল শর্ত উপস্থিত থাকলে চেকের টাকা ব্যাংক দিতে বাধ্য, সে শর্তগুলো থাকার পরও চেকের টাকা প্রদান না করলে তা বেআইনী হবে। বৈধ কারণে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের চেকের টাকা প্রদানে অস্বীকৃতিকে চেকের প্রত্যাখান বা অমর্যাদাকরণ বলা হয়। চেক অমর্যাদাকরণ-এর কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. আদেষ্টার পর্যাপ্ত অর্থ ব্যাংকে জমা না থাকলে NSF (No sufficient fund) লিখে ব্যাংক চেক প্রত্যাখান করে।

২. চেক প্রস্তুতকারকের স্বাক্ষর না থাকলে অথবা স্বাক্ষর থাকলে তা ব্যাংকে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষরের সাথে পুরোপুরি না মিললে চেক প্রত্যাখাত হয়।

৩. হিসাব নম্বর না থাকলে বা হিসাব নম্বর ভুল থাকলে চেক প্রত্যাখান করা হয়।

৪. তারিখ না থাকলে বা ছয় মাসের বেশী হয়ে গেলে বা অগ্রিম তারিখ হলে চেকের টাকা প্রদান করা যায় না।

৫. চেকে কথায় ও অংকে টাকার পরিমাণে গড়মিল থাকলে চেক প্রত্যাখান করা হয়।

৬. হুকুম চেকে ব্যক্তির নাম উল্লেখ না থাকলে বা যে নাম উল্লেখ আছে তার সাথে চেকের উপস্থাপক ব্যক্তি এক না হলে চেক প্রত্যাখ্যান করা হয়।

৭. চেকে কোন প্রকার কাটাকাটি বা ঘষামাঝা হলে চেকের টাকা পরিশোধ করা হয় না।

৮. চেকে ওভার রাইটিং থাকলে চেক প্রত্যাখান করা হয়।

৯. চেকের আদেষ্টার মৃত্যু হলে, দেউলিয়া ঘোষিত হলে বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে বা আদেষ্টা পাগল হলে চেক প্রত্যাখ্যাত হয়।

১০. আমানতকারীর বা আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকলে ব্যাংক চেক প্রত্যাখান করে।

১২. হিসাব কোন কারণে বন্ধ থাকলে চেকের টাকা পরিশোধ করা যায় না।

১৩. চেক ছেড়া বা অস্পষ্ট হলে ব্যাংক চেক প্রত্যাখান করে।

১৪. কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক চেকদাতার অফিসিয়াল সিল না থাকলে চেক প্রত্যাখ্যাত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	চেক dishonor হওয়ার কারণগুলো খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

ব্যাংকের কোন মক্কেল কর্তৃক তার ব্যাংকের প্রতি তার হিসাব হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বাহককে অথবা আদিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করার লিখিত আদেশকে চেক বলে। চেকের ৩টি পক্ষ থাকে যথা আদেষ্টা, আদিষ্ট ও ব্যাংক। প্রস্তুতকৃত চেকে অবৈধভাবে কোনরূপ পরিবর্তন করে অথবা আমনতকারীর স্বাক্ষর জাল করে ব্যাংকে চেক উপস্থাপনের মাধ্যমে টাকা তোলাকে জালিয়াতি বলে। চেকে কোন প্রকার ত্রুটি না থাকলে ব্যাংক চেকের টাকা দিতে বাধ্য। এটাকে চেকের মর্যাদাকরণ করা বলা হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংক চেকের টাকা দিতে অস্বীকার করে থাকে, এটাকেই চেকের অমর্যাদাকরণ করা বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. চেকের পক্ষ কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২. ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের লিখিত আদেশ কী বলে?
ক. ড্রাফট খ. চেক
গ. পে-অর্ডার ঘ. ব্যাংক গ্যারান্টি

৩. প্রথম পর্যায়ে চেক কী নামে পরিচিত ছিল?
ক. পাশবই খ. পাওনা চিঠি
গ. জমা রশিদ ঘ. উত্তোলন চিঠা

৪. ব্যাংকের নাম উল্লেখ করে দাগকাটা হলে তাকে বলা হয়?
ক. সাধারণ দাগকাটা খ. বিষে দাগকাটা
গ. দ্বৈত দাগকাটা ঘ. সবকটিই

৫. ফাঁকা চেকে কোনটি থাকে না?
ক. তারিখ খ. স্বাক্ষর
গ. টাকার পরিমাণ ঘ. প্রাপকের নাম

৬. চেকের মেয়াদ কত দিন?
ক. ৪০ দিন খ. ৮০ দিন
গ. ১২০ দিন ঘ. ১৮০ দিন

৭. বাংলাদেশে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনটি কত সালের?
ক. ১৮৯১ খ. ১৮৮১
গ. ১৮৮৮ ঘ. ১৮৮২

৮. বহুল প্রচলিত হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল কোনটি?
ক. চেক খ. পে-অর্ডার
গ. চালান ঘ. বন্ড

৯. নিচের আদেষ্টা কে?
ক. আমানতকারী খ. ব্যাংক
গ. পাপক ঘ. ক্যাশিয়ার

১০. প্রস্তুত করায় কত দিন পর কোন চেক বাসিকে পরিণত হয়?
ক. ৩ বা ৯০ দিন খ. ৪ বা ১২০ দিন
গ. ৫ বা ১৫০ দিন ঘ. ৬ মাস বা ১৮০ দিন

১১. ব্যাংক হতে অর্থ উত্তোলনের সময় যার নিকট চেক থাকে তাকে কি বলে?
ক. ধারক খ. অনুমোদনকারী
গ. বাহক ঘ. প্রাপক

১২. কোন চেকটি সবচেয়ে নিরাপদ?
ক. দাগকাটা খ. হুকুম
গ. বাহক ঘ. ভ্রমণকারীর

১৩. যে চেকের মেয়াদ চলে গেছে তাকে কি চেক বলে?
ক. বাতিল খ. বাহক
গ. ফাঁকা ঘ. বাসি

১৪. হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত চেকের মালিককে কী বলে?
ক. প্রাপক খ. অনুমোদন বলে প্রাপক
গ. অনুমোদনকারী ঘ. আদেষ্টা

১৫. চেকে কোন কাটা কাটি ঘষামাজা করলে কি করতে হয়?
ক. আদেষ্টার স্বাক্ষর খ. আদিষ্টের স্বাক্ষর
গ. ব্যাংকের স্বাক্ষর ঘ. অনুমোদন গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

১৬. চেকের অনুমোদন কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

১৭. অনুমোদনের ফলে চেকের কোন ধরনের উপাযোগ বা সুবিধা বৃদ্ধি পায়?
ক. মেয়াদকাল বৃদ্ধি খ. হস্তান্তরযোগ্যতা হ্রাস পায়
গ. ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি ঘ. নিরাপত্তা বৃদ্ধি

১৮. জালিয়াতি ও প্রতারণার রোধে ব্যাংকের রক্ষাকবচ কোনটি?
ক. অনুমোদন খ. দাগকাটা
গ. নমুনা স্বাক্ষর ঘ. KYC ফর্ম

১৯. একটি বৈধ চেকের পক্ষ হতে পারে–
i. আদেষ্টা
ii. আদিষ্ট
iii. প্রাপক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. ফাঁকা চেকে থাকে না-
i. তারিখ
ii. টাকার অংক
iii. স্বাক্ষর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২১. Blank Cheque-এর ক্ষেত্রে
i. দাগকাটা বাধ্যতামূলক
ii. অর্থের পরিমাণ লেখা বাধ্যতামূলক
iii. ইচ্ছেমত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৬.২ বিনিময় বিল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিনিময় বিলের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বিনিময় বিলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিনিময় বিলের পক্ষসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিনিময় বিলের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করতে পারবেন।

বিনিময় বিল

১৮৮১ সালের নিগোশিয়েবল ইনস্টুমেন্ট এ্যাক্টের ১৩ ধারা অনুসারে যে তিনটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল রয়েছে, তন্মধ্যে বিনিময় বিল হলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ পাঠে আমরা বিনিময় বিল (Bill of of Exchange) নিয়ে আলোচনা করব।

বিনিময় বিল কাকে বলে?

দ্রব্যের বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে দ্রব্যের মূল্য বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কোন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করার শর্তহীন আদেশকে বিনিময় বিল বলা হয়। ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন বিনিময় বিলের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়েছে: "কোন বিশেষ লোক বা তার আদিষ্ট ব্যক্তিকে বা বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করার জন্য আদেষ্টার সহিকৃত ও শর্তহীন আদেশ সম্বলিত একটি লিখিত দলিল হলো বিনিময় বিল।" (ধারা-৫) (An instrument in writing, containing an unconditional order, signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of, a certain person, or to the bearer of the instrument)। অন্যভাবে বলা যায়, বিনিময় বিল একজন লোক কর্তৃক স্বাক্ষর করা একটি লিখিত শর্তহীন আদেশপত্র যা দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন ব্যক্তিকে বা তার আদিষ্ট লোককে বা তার বাহককে চাওয়ামাত্র কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেয়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট লোককে নির্দেশ প্রদান করা হয়। সোজা কথায়, নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়ার জন্য একজন কর্তৃক আর একজনের উপর লিখিত শর্তহীন আদেশনামাকে বিনিময় বিল বলে। 'শর্তহীন' পদবাচ্যটি এখানে বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। কোন ঘটনা ঘটার পর বিলের টাকা প্রদান করা হবে, এমন শর্ত থাকলে সাধারণত: বিনিময় বিল শর্তহীন হয় না। ফলে দলিলটি বিনিময় বিলের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু টাকা প্রদানের ব্যাপারে যদি এমন ঘটনার শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে ঘটনা অবশ্য ঘটবে, তবে বিলটি 'শর্তযুক্ত' বলে ধরা হবে না।

ইংল্যান্ডের বিনিময় বিল আইনে বিনিময় বিলের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে: A bill of exchange is an unconditional order in writing, addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed, to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum certain in money to or to the order of a specified person, or to bearer."

ধারে মাল খরিদের প্রথা হতে বিনিময় বিলের উৎপত্তি। ধারে লেনদেন হলে ক্রেতাকে লেনদেনের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওনা শোধ করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় বিক্রেতা ততদিন অপেক্ষা করতে পারে না। তার টাকার প্রয়োজন হতে পারে। তখন সে একটি বিল তৈরি করে ক্রেতার নিকট তা পাঠিয়ে দেয় এবং ক্রেতা তাতে স্বীকৃতি দিয়ে বিক্রেতার নিকট পাঠিয়ে দেয়। বিক্রেতা বিলটি ব্যাংকের নিকট হতে ভাংগাতে পারে অথবা তার পাওনাদারকে প্রদান করতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিনিময় বিল দেনার স্বীকার পত্র। এতে দেনার পরিমাণ এবং পরিশোধের সময়, তারিখ ও স্থান লিপিবদ্ধ থাকে।

বিনিময় বিলের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. বিনিময় বিল টাকা দেয়ার একটি নির্দেশ, মৌখিক অনুরোধ নয়। বিলে সর্বদা "দেয়া হোক" অথবা, "মেহেরবানী করে দেয়া হোক" কথাগুলো লেখা থাকে।
২. এটি অবশ্যই লিখিত হবে। অলিখিত আদেশ বিল হয় না। লিখিত বলতে হাতের লেখাকে বুঝায়। টাইপ করে কিংবা পেন্সিল দিয়ে বিল লেখা উচিৎ নয়।
৩. টাকা দেয়ার আদেশ শর্তহীন হবে। বিনিময় বিল শর্তযুক্ত হয় না। যেমন "রশীদের বিয়ের পর তাকে এক হাজার টাকা দেয়া হোক" -এরূপ শর্ত থাকলে বিনিময় বিল বৈধ হয় না।
৪. বিল-প্রেরক কর্তৃক বিলটি অবশ্যই সহিকৃত হবে। বিলে বিলদাতার স্বাক্ষর না থাকলে তা বৈধ হবে না। সহি নিজের হাতে করা উচিত। রাবার স্ট্যাম্পের সহি ব্যবহার করা বৈধ নয়।
৫. এটি একজন কর্তৃক আরেকজনকে সম্বোধন করে লিখা হয়। যাকে সম্বোধন করা হয় সে ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানী, করপোরেশন প্রভৃতি হতে পারে।
৬. আদিষ্ট ব্যক্তি বা যার কাছে বিল স্বীকারের জন্য পাঠানো হয়, সে অবশ্যই একজন নির্দিষ্ট লোক হবে।
৭. বিলে অবশ্যই আদিষ্ট ব্যক্তির বা স্বীকৃতিকারীর দস্তখত থাকবে।
৮. প্রাপককেও নির্দিষ্ট হতে হবে। অবশ্য স্বত্বান্তরকরণের পর তা বাহককে পরিশোধ করা যায়। 'প্রাপক বা বাহক' অবশ্যই একজন নির্দিষ্ট লোক হবে– কোন কল্পিত ব্যক্তি বা বস্তু হতে পারবে না।
৯. পরিশোধ্য টাকার পরিমাণ সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হবে। দ্ব্যর্থকতা পরিহারের জন্য টাকার পরিমাণ কথায় ও অংকে লিখতে হয়।
১০. আদেশনামাটি শুধুমাত্র টাকা দেয়ার জন্যই হবে– কোন দ্রব্যের জন্য নয়।
১১. বিলের টাকা দেশের বিহিত মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে।
১২. বিলের টাকা চাওয়ামাত্র অথবা নির্দিষ্ট তারিখে অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিতব্য কোন তারিখে পরিশোধ করা বিধেয়।
১৩. বিনিময় বিলে বিল প্রস্তুতের তারিখ উল্লেখিত থাকবে। তারিখবিহীন বিল গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তারিখ না থাকলে মেয়াদের পূর্ণতা হিসাব করা যায় না।
১৪. বিনিময় বিলে প্রয়োজনীয় রেভিনিউ স্ট্যাম্প সংযুক্ত থাকবে।

বিনিময় বিলের পক্ষসমূহ

বিনিময় বিলে অনেকগুলো পক্ষ থাকতে পারে। এ সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **আদেষ্টা ঃ** যিনি বিনিময় বিল প্রস্তুত করেন তাকে আদেষ্টা বলা হয়। আদেষ্টা বিনিময় বিল প্রস্তুত করে তার দস্তখত সহকারে বিলে উল্লিখিত দেনাদারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বিনিময় বিল প্রস্তুত করে টাকা প্রদানের আদেশ দেন বলে তাকে বিনিময় বিলের আদেশকর্তাও বলা হয়। তিনি বিনিময় বিলের প্রথম পক্ষ। আদেষ্টার দস্তখত ব্যতীত বিনিময় বিল কার্যকর হয় না।
২. **আদিষ্ট ঃ** বিনিময় বিলের আদেষ্টা যাকে অর্থ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করে তাকে আদিষ্ট বলা হয়। আদিষ্ট বিলের দ্বিতীয় পক্ষ। আদিষ্ট প্রকৃতপক্ষে আদেষ্টার একজন দেনাদার। আদেষ্টার নিকট হতে বিল পাওয়ার পর আদিষ্ট সে বিলে স্বাক্ষর করে তার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। একবার বিলে স্বীকৃতি দেয়ার পর যথাসময়ে সেই বিল উপস্থাপিত করা হলে আদিষ্ট বিলের টাকা পরিশোধ করতে আইনতঃ বাধ্য থাকেন।
৩. **স্বীকৃতিকারী ঃ** বিনিময় বিলে উল্লেখিত অর্থ পরিশোধ করতে সম্মত হয়ে যে ব্যক্তি বিলে স্বাক্ষর করেন তাকে স্বীকৃতিকারী বলা হয়। সাধারণতঃ বিলের ২য় পক্ষ অর্থাৎ আদিষ্ট নিজেই বিলে স্বীকৃতি প্রদান করে থাকেন। অবশ্য আদিষ্টের পক্ষ হয়ে ৩য় কোন পক্ষও বিলে স্বীকৃতি প্রদান করতে পারে। স্বীকৃতিকারী যিনিই হোন না কেন, বিলের টাকা পরিশোধের ব্যাপারে স্বীকৃতির প্রমাণস্বরূপ তাকে অবশ্যই বিলে দস্তখত করতে হবে।
৪. **প্রাপক ঃ** যাকে বিলের টাকা পরিশোধ করা হয় অর্থাৎ যিনি বিল উপস্থাপন করে বিলে উল্লেখিত টাকা গ্রহণ করেন, তাকে প্রাপক বলা হয়। সাধারণতঃ বিলের আদেষ্টা নিজেই প্রাপক হন। তবে তার নির্দেশে ৩য় কোন পক্ষও বিলের প্রাপক হতে পারেন।

৫. **বিলের ধারক ঃ** যে ব্যক্তির নিকট বিনিময় বিল থাকে তাকে বিলের ধারক বলা হয়। অবশ্য কোন ব্যক্তিকে নিজ অধিকার বলে বিনিময় বিলের ধারক হতে হয়। বিলের ধারক এতে উল্লেখিত অর্থ আদায় করতে পারে। যদিও আদেষ্টা বিনিময় বিলের প্রথম ও প্রকৃত ধারক, তিনি ইচ্ছা করলে অন্য কারও নিকট বিলটি হস্তান্তর করতে পারেন। আদেষ্টা যদি বিল অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করেন তবে যে ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয়, সে ব্যক্তি বিলের ধারক হিসেবে পরিচিত হয়।

৬. **যথাবিহিত ধারক ঃ** বিলের যথাবিহিত ধারক বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি বিনিময় বিলে পূর্ববর্তী ধারকদের মালিকানায় ত্রুটি থাকা স্বত্ত্বেও সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে সরল বিশ্বাসে বিনিময় বিলের অধিকার লাভ করেন। যথাবিহিত ধারক কর্তৃক বিলের টাকা সংগৃহীত হওয়ার পর যদি বিলের পূর্ববর্তী মালিকানার ত্রুটি ধরা পড়ে, তবে যথাবিহিত ধারককে দায়ী করা যাবে না।

৭. **স্বত্বান্তরকারী ঃ** বিনিময় বিলের ধারক বিলের পিছনে দস্তখত করে বিলটি অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করলে তাকে স্বত্বান্তরকারী বা অনুমোদনকারী বলা হয়। বিলে জায়গা না থাকলে বিলের সাথে সংযুক্ত একটি কাগজেও দস্তখত করা যায়। আদেষ্টা নিজে অথবা বিলের জন্য যে কোন ধারক বিলের স্বত্বান্তরকারী হতে পারে।

৮. **স্বত্বান্তরগ্রহীতা ঃ** স্বত্বান্তরকারী কর্তৃক বিলের পিঠে দস্তখত দেয়ার পর বিলটি যার নিকট হস্তান্তর করা হয় তাকে স্বত্বান্তরগ্রহীতা বলে। সোজা কথায়, স্বত্বান্তরিত হওয়ার পর যিনি বিলের ধারক বা মালিক হন, তিনিই বিলের স্বত্বান্তরগ্রহীতা।

৯. **প্রয়োজনবোধে রেফারী ঃ** রেফারী বাস্তব পক্ষে বিনিময় বিলের কোন পক্ষ নয়, তবে বিল অসম্মানিত বা প্রত্যাখ্যাত হলে বিলের ধারক বিলটি রেফারীর নিকট উপস্থাপন করেন। কিন্তু অসম্মানিত বিল যখন রেফারীর নিকট উপস্থাপন করা হয়, তখন তিনি বিনিময় বিলের একটি পক্ষ হিসেবে কাজ করেন। কোন বিনিময় বিল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আদেষ্টা বা বিলের অন্য কোন ধারক আদিষ্টের সালিস হিসাবে বিনিময় বিলে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন তাকে 'প্রয়োজনবোধে রেফারী' বলে। প্রয়োজনবোধে রেফারীর তখনই দরকার হয় যখন কোন বিনিময় বিল আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। বিল প্রত্যাখ্যাত না হলে এরূপ রেফারীর কোন প্রয়োজন হয় না।

বিনিময় বিলের শ্রেণিবিভাগ

দুটি দৃষ্টিকোণ হতে বিনিময় বিলের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। প্রথমতঃ ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয়ত পরিশোধের সময়ের ভিত্তিতে।

ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিলের শ্রেণিবিভাগঃ বিনিময় বিল ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত: (১) অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও (২) বৈদেশিক বিনিময় বিল।

অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল

যে বিল একই দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুত করা হয় এবং পরিশোধও করা হয়, তাকে দেশী বিল বা অভ্যন্তরীণ বিল বলা হয়। যে দেশে বিল তৈরি করা হয় সে দেশের কোন নাগরিক বা অধিবাসী বিলের আদিষ্ট হলে তাও অভ্যন্তরীণ বিল নামে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের ভিতরে যে বিল তৈরি করা হয় তা এই দেশের মধ্যে পরিশোধ্য হলে তাকে অভ্যন্তরীণ বিল বলা হবে। যেমনঃ ঢাকার শাহেদ খুলনার রকিবের উপর বিল প্রস্তুত করে। রকিব এটাকে স্বীকৃতি দিল। বিলটি বাংলাদেশের যে কোন এক জায়গায় পরিশোধ্য। এটি একটি অভ্যন্তরীণ বিল। অভ্যন্তরীণ বিল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যবহার করা হয়। দ্রব্যের বিক্রেতা একটি বিল তৈরি করে তা ক্রেতার নিকট পাঠিয়ে দেয়। ক্রেতা তাতে সম্মতি দিয়ে বিক্রেতার নিকট ফেরত পাঠায়। অভ্যন্তরীণ বিল সাধারণতঃ এক কপি করে প্রস্তুত করা হয়। অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল কিভাবে কার্যকর হয় তা একটি উদাহরণের সাহায্যে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো: সজল একজন খুচরা ব্যবসায়ী এবং বজল একজন পাইকারী ব্যবসায়ী। সজল বজলের নিকট হতে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার মাল ক্রয় করল। দুই জনের মধ্যে এইরূপ একটি চুক্তি হলো যে, মাল ডেলিভারী দেয়ার তারিখ হতে এক মাস পরে সজল দাম পরিশোধ করবে এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি বিনিময় বিল প্রণয়ন করা হবে। চুক্তি মোতাবেক মাল ডেলিভারীর সময় বজল বিক্রিত মালের একটি

চালান ও সজলের উপর আনীত একটি বিল সজলের নিকট পাঠাল। সজল এ বিলের উপর স্বীকৃতি দিয়ে তা বজলের নিকট ফেরত পাঠাবে।

বৈদেশিক বিনিময় বিল

যে বিল বিদেশের কোন অধিবাসীর অনুকূলে প্রস্তুত করা হয় এবং সেই দেশেই স্বীকৃত ও পরিশোধ্য হয়, তাকে বৈদেশিক বিল বলে। অর্থাৎ এক দেশের নাগরিক কর্তৃক প্রস্তুত বিনিময় বিল অন্য দেশের নাগরিক কর্তৃক স্বীকৃত ও পরিশোধ্য হলে তা বৈদেশিক বিল নামে পরিচিত। উদাহরণঃ চট্টগ্রামের রশিদ ভারতের বিমলের নামে বিল করল এবং তা ভারতে পরিশোধ্য। অথবা, কুমিল্লার কামাল কলকাতার সলিলের উপর বিল প্রস্তুত করে পাঠাল এবং সেখানে তা স্বীকৃত ও পরিশোধ্য। উভয়টিই বৈদেশিক বিল।

বৈদেশিক বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে আদেষ্টা ও আদিষ্ট দুইজন দুইটি ভিন্ন দেশের বাসিন্দা। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে এরূপ বিলের প্রচলন সর্বাধিক। রপ্তানিকারক পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তির পর চালানের সাথে সাথে বিল প্রস্তুত করে আমদানীকারকের নিকট স্বীকৃতির জন্য প্রেরণ করে। আমদানীকারক বিলে স্বীকৃতি দেয়ার পর তা রপ্তানীকারকের নিকট ফেরত পাঠায়। বিলের পূর্ণতা প্রাপ্তির পর অর্থাৎ টাকা পরিশোধের সময় হয়ে আসলে রপ্তানিকারক সংশ্লিষ্ট বিনিময় বিল আমদানিকারকের নিকট পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করে। সাধারণতঃ ব্যাংকের মাধ্যমে বিল উপস্থাপন ও লেনদেন সম্পাদিত হয়।

বৈদেশিক বিনিময় বিলের তিন কপি প্রস্তুত করা হয়। এই তিনটির প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন পথে আমদানিকারকের নিকট পাঠানো হয় যাতে কমপক্ষে এক কপি প্রাপকের নিকট পৌঁছে। এক কপি পৌঁছলে অন্য দুই কপি স্বাভাবিকভাবেই বাতিল বলে গণ্য হয়। বৈদেশিক-বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে বিল প্রস্তুতকারকের দায়-দায়িত্ব তার নিজ দেশের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অনুরূপভাবে স্বীকৃতিকারীর দায়িত্বও তার নিজ দেশের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিল প্রত্যাখ্যাত হলে, যে স্থানে পরিশোধ করার কথা সে স্থানের আইনের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিনিময় বিলের পক্ষসমূহের বর্ণনা খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

দ্রব্যের বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে দ্রব্যের মূল্য বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কোন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করার শর্তহীন আদেশকে বিনিময় বিল বলা হয়। ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিলের শ্রেণিবিভাগঃ বিনিময় বিল ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত: (১) অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও (২) বৈদেশিক বিনিময় বিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিনিময় বিল সম্পর্কে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের কোন ধারায় বলা হয়েছে–

ক. ধারা-৩ খ. ধারা-৪

গ. ধারা-৫ ঘ. ধারা-৬

২. বিনিময় বিলের পক্ষ কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৩. বিনিময় বিল ইস্যু করে কে?
ক. ব্যাংক খ. সরকার
গ. ব্যবসায়ী ঘ. অর্থসচিব

৪. বিনিময় বিল ও প্রত্যয়পত্র–
i. শর্তহীন হয়
ii. স্ট্যাম্পযুক্ত থাকে
iii. উভয়েই তিনটি পক্ষ থাকে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫. স্ট্যাম্পযুক্ত হস্তারযোগ্য দলিল হলো-
i. চেক
ii. বিনিময় বিল
iii. পে-অর্ডার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৬.৩ প্রতিশ্রুতিপত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রতিশ্রুতিপত্র সম্পর্কিত ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রতিশ্রুতিপত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রতিশ্রুতিপত্রের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রতিশ্রুতিপত্র

যে দলিলের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি শর্তহীনভাবে প্রতিজ্ঞা করে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কোন বিশেষ তারিখে উক্ত দলিলের বাহক অথবা অন্য কোন আদিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়া হবে, সে দলিলকে প্রতিজ্ঞাপত্র বা প্রতিশ্রুতিপত্র বলে। প্রতিশ্রুতিপত্রে টাকা দেয়ার জন্য কোন শর্ত থাকে না। এটি একটি প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি মাত্র। এটি অঙ্গীকারপত্র নামেও পরিচিত।

১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন অনুযায়ী প্রতিশ্রুতিপত্র (Promissory Note) হলো এমন একটি দলিল (যা ব্যাংক নোট বা কারেন্সি নোট নয়), যাতে কোনো ব্যক্তি স্বাক্ষর করে নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার আদেশমতো বা বাহককে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ চাওয়ামাত্র পরিশোধ করবেন।
১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনে প্রতিশ্রুতিপত্রের সংজ্ঞা নিম্নরূপ:
" প্রতিশ্রুতিপত্র এমন একটি লিখিত দলিল (ব্যাংক নোট বা কারেন্সী নোট নয়) যার মধ্যে দলিলদাতার স্বাক্ষরসহ কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অথবা আদিষ্ট ব্যক্তিকে/ দলিলের বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য শর্তহীন প্রতিজ্ঞা থাকে।"
১৮৮২ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রণীত বিনিময় বিল আইন প্রতিশ্রুতিপত্রের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছে: " প্রতিশ্রুতিপত্র একটি লিখিত দলিল যাতে প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর থাকে এবং যা কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তিকে অথবা বাহককে কিংবা তার আদেশে অন্য কাউকে চাওয়ামাত্র কোন নির্দিষ্ট বা নির্ধারণযোগ্য তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ শর্তহীনভাবে পরিশোধ করার প্রতিজ্ঞামাত্র।" প্রতিশ্রুতিপত্রের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞাটি নিচে দেওয়া হলো:
"A Promissory Note is an unconditional promise in writing made by one person to another, signed by the maker, engaging to pay on demand or, at a fixed or determinable future time, a certain sum of money to, or to the specified person or the bearer," (Indian Negotiable Instruments Act, 1881)

প্রতিজ্ঞাপত্রের নমুনা

কুমিল্লা
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

আমি আজ হতে তিনমাস পরে মোঃ জাহিদকে অথবা তার আদিষ্ট ব্যক্তিকে দুই লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যাচ্ছি।

প্রতিশ্রুতিপত্র কাউকে শর্তহীনভাবে টাকা দেয়ার অঙ্গীকার বিধায় একে অঙ্গীকারপত্র হিসাবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। পরিশেষে আমরা বলতে পরি যে, কোন একটি লিখিত দলিলকে তখনই প্রতিশ্রুতিপত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা যাবে যখন এতে (ক) দলিল লেখকের স্বাক্ষর থাকবে, (খ) নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করার অঙ্গীকার থাকবে, (গ) নির্দিষ্ট বা নির্ধারণযোগ্য কোন তারিখে টাকা প্রদেয় হবে, (ঘ) কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার আদেশে অন্য কোন ব্যক্তিকে অথবা বাহককে টাকা প্রদান করতে হবে এবং (ঙ) টাকা প্রদান করার প্রতিজ্ঞা শর্তহীন হবে।

প্রতিশ্রুতিপত্রের বৈশিষ্ট্যাবলি

১. **লিখিত ঃ** প্রতিশ্রুতিপত্র অবশ্যই লিখিত হবে। প্রতিশ্রুতিপত্র মৌখিক হতে পারে না, কারণ মৌখিক প্রতিজ্ঞার কোন আইনগত মূল্য নাই।

২. **দুইটি পক্ষ ঃ** এতে অবশ্যই কমপক্ষে দুইটি পক্ষ থাকবে।

৩. **শর্তহীন:** এটি শর্তহীন। টাকা দেয়ার প্রতিজ্ঞা যদি শর্তযুক্ত হয় তবে তা প্রতিশ্রুতিপত্র হয় না। কোন ঘটনার উপর যদি টাকা দেয়ার প্রতিজ্ঞা নির্ভরশীল হয় এবং সেই ঘটনা যদি এমন হয় যা অবশ্যই ঘটবে তা হলে এটি শর্তবিহীন প্রতিজ্ঞারূপে গণ্য হবে। যেমন, "আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি টাকা দেব," এটি শর্তহীন প্রতিজ্ঞা। কারণ পিতার মৃত্যু একদিন না একদিন অবশ্যই হবে।

৪. **নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ঃ** প্রতিজ্ঞা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়ার জন্য হতে হবে। টাকার পরিমাণ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫. **স্বাক্ষর ঃ** প্রতিশ্রুতিদাতাকে সই করতে হবে। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে প্রতিশ্রুতিদাতা এবং যাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে প্রাপক বলে।

৬. **প্রাপকের নাম ঃ** যার জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয় তাকে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি হতে হবে। যেমন- "আমি চৌধুরী পরিবারের একজনকে একশত টাকা দেব," এ কথা লিখলে প্রতিশ্রুতিপত্র হবে না। চৌধুরী পরিবারের একজনের নাম অর্থাৎ প্রাপকের নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৭. **বিহিত মুদ্রা ঃ** দেশের বিহিত মুদ্রার মাধ্যমে দেনা পরিশোধ করতে হবে।

৮. **নির্দিষ্ট তারিখ ঃ** এতে চাহিবামাত্র বা নির্দিষ্ট তারিখে টাকা পরিশোধ করার অঙ্গীকার থাকবে।

৯. **আইনসঙ্গত মুদ্রা ঃ** এতে প্রতিশ্রুত অর্থ অবশ্যই দেশের প্রচলিত মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে।

১০. **প্রতিজ্ঞা:** এটি কিছু পরিমাণ টাকা দেয়ার প্রতিজ্ঞা মাত্র– ঋণের স্বীকার পত্র নয়। সঞ্চয় পত্র, প্রাইজবণ্ড ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি পত্রের আওতায় পড়ে।

প্রতিশ্রুতিপত্রের প্রকারভেদ

প্রতিশ্রুতিপত্রকে সাধারণত: দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

১. **অভ্যন্তরীণ প্রতিশ্রুতিপত্র ঃ** যে সমস্ত প্রতিশ্রুতিপত্র দেশের ভেতর প্রস্তুত করা হয় এবং দেশের অভ্যন্তরেই পরিশোধ্য, তাকেই অভ্যন্তরীণ প্রতিশ্রুতিপত্র বলা হয়। এটি Inland Bill নামে পরিচিত। ব্যাংক-এর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হলে এটিকে Inland Bill Purchase বা IBP বলে।

২. **বিদেশী প্রতিশ্রুতিপত্র ঃ** বিদেশে পরিশোধ করার অঙ্গীকার করলে তা বিদেশী প্রতিশ্রুতিপত্র নামে পরিচিত।

প্রতিশ্রুতিপত্রের বিভিন্ন পক্ষ

১. **প্রস্তুতকারক ঃ** যে লোক টাকা দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে তাকে প্রস্তুতকারক বলে।

২. **প্রাপক ঃ** যাকে টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে প্রাপক বলে।

৩. **ধারক ঃ** প্রাপক, অথবা প্রাপক যার নিকট হস্তান্তর করেছে সে ব্যক্তিকে ধারক বলে।

৪. **স্বত্বান্তরকারী ঃ** ধারক প্রতিশ্রুতিপত্র কারও নিকট স্বত্বান্তর করলে তাকে স্বত্বান্তরকারী বলে।

৫. **স্বত্বগ্রহীতা ঃ** যার নিকট স্বত্বান্তর করা হয় তাকে স্বত্বগ্রহীতা বলে।

যুক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র (Joint Promissory Note)

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রতিশ্রুতিপত্র প্রদান করতে পারে। এরূপ প্রতিশ্রুতি পত্রে তারা যুক্তভাবে অথবা যুক্ত ও পৃথকভাবে দায়ী থাকতে পারে। প্রতিশ্রুতিপত্রে যদি লেখা হয় "আমি অমুককে অত টাকা দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি" এবং এতে যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকে, তবে তারা সবাই যুক্ত ও পৃথকভাবে অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য দায়ী থাকবে।

পরিশোধের জন্য প্রতিশ্রুতিপত্রের উপস্থাপনের নিয়মাবলী

চাওয়ামাত্র দেয় প্রতিশ্রুতিপত্র স্বত্বান্তরিত হলে স্বত্বান্তরকরণের পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পরিশোধের জন্য এটি উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। এটি করতে হলে স্বত্বান্তরকারীর কোন প্রকার দায়িত্ব থাকবে না। 'যুক্তিসঙ্গত সময়' নির্ধারণ করার সময় প্রতিশ্রুতিপত্রের প্রকৃতি, ব্যবসায়ের প্রচলিত প্রথা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়। প্রতিশ্রুতিপত্রে যদি প্রতিশ্রুত টাকা পরিশোধ করার জন্য স্থান নির্দেশ করে দেয়া হয়, তবে ঠিক সে স্থানেই এটি ইপস্থাপন করতে হবে। প্রতিশ্রুতিপত্রের ভাষা এরূপ হলে– "চাহিবামাত্র সুজনকে বা আদিষ্ট ব্যক্তিকে অগ্রণী ব্যাংকের ঢাকাস্থ মতিঝিল শাখায় এক হাজার টাকা প্রদান করার অঙ্গীকার করছি", তবে টাকা পরিশোধের জন্য প্রতিশ্রুতিপত্রের বাহককে অগ্রণী ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় তা উপস্থাপন করতে হবে। অন্যত্র হাজির করলে প্রতিশ্রুতিপত্রের প্রস্তুতকারীর কোন দায়িত্ব থাকবে না। পত্র প্রস্তুতকারীর ব্যাংকে তা প্রদেয় হলে ব্যাংকে হাজির করার পর ব্যাংক টাকা প্রদান করতে পারে। টাকা দেয়ার সাথে সাথে প্রতিশ্রুতিপত্রের স্বাক্ষরকারীর হিসাবে সমপরিমাণ টাকা ডেবিট করে দিবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতিপত্রে অনিয়মিত স্বত্বান্তরকরণ থাকলে টাকা পরিশোধের জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে।

চেক ও প্রতিশ্রুতিপত্রের মধ্যে পার্থক্য

চেক	প্রতিশ্রুতিপত্র
১. চেক টাকা দেয়ার জন্য ব্যাংকের উপর একটি আদেশ।	১. প্রতিশ্রুতিপত্র টাকা দেয়ার জন্য প্রস্তুতকারীর একটি প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা।
২. ধারে লেনদেনের জন্য এর ব্যবহার হয়।	২. ঋণের লেনদেনের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।
৩. চেকে তিনটি পক্ষ জড়িত: চেকদাতা, ব্যাংক ও প্রাপক।	৩. এতে দুটি পক্ষ জড়িত: পত্র প্রস্তুতকারী ও প্রাপক।
৪. চেকদাতা কর্তৃক তার ব্যাংকের উপর চেক কাটা হয়।	৪. প্রতিশ্রুতিপত্র তৈরি করে প্রস্তুতকারক এটিকে পাওনাদারের নিকট পাঠিয়ে দেয়।
৫. চেকের টাকা চাওয়ামাত্র ব্যাংককে পরিশোধ করতে হয়।	৫. প্রস্তুতকারী চাহিবামাত্র টাকা না-ও দিতে পারে যদি সে এরূপ প্রতিজ্ঞা না করে।
৬. পরিশোধের জন্য চেক ব্যাংকে হাজির করতে হয়।	৬. নির্দিষ্ট জায়গায় পরিশোধ করার কথা না থাকলে এটি পরিশোধের জন্য হাজির করতে হয় না।
৭. চেক প্রত্যাখ্যান করা হলে চেকদাতা দায়ী হয়।	৭. প্রস্তুতকারী সবকিছুর জন্য দায়ী থাকে।
৮. চেকে স্ট্যাম্প ডিউটির দরকার হয় না।	৮. প্রতিশ্রুতিপত্রে মূল্যভিত্তিক স্ট্যাম্প ডিউটি প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	চেক এবং প্রতিশ্রুতিপত্রের পার্থক্য খাতায় লিখুন। এর মাধ্যমে আপনার জ্ঞান ঝালাই করুন।

সারসংক্ষেপ:

প্রতিশ্রুতিপত্র এমন একটি লিখিত দলিল যার মধ্যে দলিলদাতার স্বাক্ষরসহ কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অথবা আদিষ্ট ব্যক্তিকে/ দলিলের বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য শর্তহীন প্রতিজ্ঞা থাকে। চাওয়ামাত্র দেয় প্রতিশ্রুতিপত্র স্বত্বান্তরিত হলে স্বত্বান্তরকরণের পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পরিশোধের জন্য এটি উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রমিসরি নোট সম্পর্কে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের কোন ধারায় বিবরণ হচ্ছে?
   ক. ধারা-৩ খ. ধারা-৪
   গ. ধারা-৫ ঘ. ধারা-৭

২. প্রমিসরি নোটে কোনটির প্রয়োজন নেই?
   ক. গ্রাহকের খ. প্রস্তুতকারী
   গ. ব্যাংক হিসাবের ঘ. স্বাক্ষরের

৩. প্রমিসরি নোটের পক্ষ কয়টি?
   ক. ২টি খ. ৩টি
   গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৪. প্রমিসরি নোটে প্রয়োজন নেই কোনটির?
   ক. স্বাক্ষরের খ. তারিখের
   গ. অনুমোদনের ঘ. প্রস্তুতকারীর

৫. প্রমিসরি নোটে দরকার হয়–
   i. স্বাক্ষরের
   ii. অনুমোদনের
   iii. তারিখের
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. চেকের সংজ্ঞা দিন এবং বিভিন্ন ধরনের চেকের বিবরণ দিন।
২. চেকে রেখাংকনের সুবিধা কি কি? রেখাংকিত ও বেয়ারার চেকের পার্থক্য লিখুন।
৩. প্রতিজ্ঞাপত্রের সংজ্ঞা দিন। এর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
৪. প্রতিজ্ঞাপত্রের সংজ্ঞা দিন। এটি কত প্রকার ও কি কি? প্রতিজ্ঞাপত্রের বিভিন্ন পক্ষের বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি

১. চেকের সংজ্ঞা দিন।
২. একটি বৈধ চেকের শর্তসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. চেক ব্যবহারের ফলে আপনি কি সুবিধা পাবেন?
৪. চেকের পক্ষগুলো আলোচনা করুন।
৫. আপনি কিভাবে একটি চেক প্রস্তুত করবেন?
৬. চেক কত প্রকার ও কি কি?
৭. বাহক চেক কাকে বলে? বাহক চেকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
৮. বাহক চেকের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করুন?

৯. হুকুম চেক কাকে বলে? হুকুম চেকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
১০. হুকুম চেকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করুন।
১১. বাহক চেকও হুকুম চেকের মধ্যে পার্থক্য করুন।
১২. দাগকাটা চেক কত প্রকার ও কি কি?
১৩. দাগকাটা চেক ও দাগবিহীন চেকের মধ্যে পার্থক্য করুন।
১৪. চেকে বিভিন্ন দাগকাটার তাৎপর্য বর্ণনা করুন।
১৫. সাধারণ দাগকাটাও বিশেষ দাগকাটা চেকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
১৬. বিশেষ ধরনের চেকগুলো বর্ণনা করুন।
১৭. চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি বলতে কি বোঝেন?
১৮. চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে ব্যাংক কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।
১৯. চেকের অমর্যাদা বলতে কি বোঝেন?
২০. কি কি কারণে ব্যাংক চেকের অমর্যাদা বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন?
২১. বিভিন্ন প্রকার চেকের হস্তান্তর পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্নাবলি

১. প্রশান্তের নিকট অনেক পাওনা রয়েছে। সে সবাইকে পাওনা অর্থ প্রদানে গড়িমসি করে। রাজীব তার একজন পাওনাদার। রাজীবের বন্ধু হিমু বলল, তুমি টাকা চাইলে যখন প্রশান্ত সয় চাইবে তখন তুমি সেই তারিখ অনুযায়ী একটিচেক লিখিয়ে নিও। রাজীব পরামর্শ মতে, তিন মাস পরের তারিখের একটা চেক প্রশান্তকে দিয়ে লিখিয়ে নিল। চেক তৈরিতে কোন সমস্যা ছিল না। তিন মাস পর রাজীব ব্যাংকে চেক উত্থাপন করলে ব্যাংক তা অমর্যাদা করে। রাজীব মামলা করলে বিচারক অন্য কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই প্রশান্তকে উক্ত অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়।
ক. ক্রয়-ক্ষমতার সমতা তত্ত্বের উদ্ভাবক কে?
খ. স্বর্ণমান পদ্ধতি বলতে কি বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজীব যে চেকটি পেয়েছিল তা কোন ধরনের চেক? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. আদালত কর্তৃক প্রশান্তকে অর্থ পরিশোধের নির্দেশ প্রদান কী যুক্তিযুক্ত? আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন।

২. জনাব ইমরান গৌরনদী থানার স্বর্ণালী ব্যাংকের ম্যানেজার। সম্প্রতি গৌরনদীতে অনুষ্ঠিত ব্যাংকিং বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপে নানান ধরনের চেকের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কে অথবা বাহককে শব্দদ্বয় দ্বারা এক প্রকার চেক বোঝায়। তবে আরও অনেক শব্দ আছে যেগুলো দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন চেক বোঝায়। তিনি বলেন নিরাপত্তার দিক বিবেচনায়ও এক প্রকার চেক আছে যা সর্বাধিক নিরাপদ এবং গ্রাহকরা এটি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করেন।
ক. বাজারে পণ্য ক্রয়ের জন্য কোন ধরনের চেক ব্যবহার করা হয়?
খ. চেকের অমর্যাদা বলকে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকের কে অথবা বাহককে শব্দদ্বয় কোন চেকে উল্লেখ থাকে? বর্ণনা করুন।
ঘ. সর্বাধিক নিরাপদ চেক বলতে জনাব ইমরান কোন চেককে বুঝিয়েছেন? বিশ্লেষণ করুন।

৩. সাভারের রহমান কোম্পানীর হিসাবরক্ষক প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন এবং অধিকাংশ সময় চেক ব্যবহার করেন। তবে তিনি চেকের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য দাগকাটা চেক ব্যবহার করেন। তবে তিনি চেকের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য দাগকাটা চেক ব্যবহার করেন। তিনি সাধারণ দাগকাটা চেক ব্যবহার করেন। তিনি সাধারণ দাগকাটা চেক ব্যবহার করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি কখনও সমান্তরাল রেখা, এন্ড কোং, হস্তান্তরযোগ্য নয়, হিসাবে প্রদেয়, প্রাপকের হিসাব, নির্দিষ্ট টাকার কম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন। রহমান

কোম্পানির হিসাবরক্ষক বলেন, চেকে দাগকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দাগকাটা চেক পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি করে লেনদেন সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

ক. নিয়ন্ত্রণমূলক দাগ কাটা চেক কী?

খ. দাগকাটা চেক থেকে দাগছাড়া চেক আলাদা কেন?

গ. রহমান কোম্পানির হিসাবরক্ষক কোন ধরনের দাগকাটা চেকের কথা উল্লেখ করেছেন তা নুমনা আকারে দেখান।

ঘ. রহমান কোম্পানির হিসাবরক্ষরকের চেকে বিভিন্ন রকম দাগকাটার তাৎপর্য মূল্যায়ন করুন।

৪. মিস টুম্পা হক একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। তিনি তার ব্যবসায়ের দৈনন্দিন লেনদেনগুলো নগদ ও চেকের মাধ্যমে করে থাকেন। তবে তিনি নিরাপত্তা ও হিসাব রাখার সুবিধার কথা ভেবে চেকের মাধ্যমে লেনদেন করতে বেশি পছন্দ করেন। একদিন তিনি এক ক্রেতার নিকট থেকে প্রাপ্ত চেক তার ব্যাংক হিসাবে জমা দেন। কিছুদিন পর তার ব্যাংক তাকে অবগত করে যে জমাকৃত চেকের টাকা আদায় করার সম্ভব হয়নি কারণ ঐ চেকের আদেষ্টার হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা জমা নেই। মিস টুম্পা চেকের বিষয়টি তার ক্রেতাকে জানিয়ে দেন।

ক. পূর্ব তারিখের চেক কী?

খ. বাহক চেকের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে।

গ. মিস টুম্পা হক চেক ব্যবহারে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন কেন? বর্ণনা করুন।

ঘ. মিস টুম্পা হক তার জমাকৃত চেকের টাকা ব্যাক কর্তৃক আদায় না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

৫. জনাব মারুফ খুলনার একটি স্বনামধন্য কলেজের শিক্ষক। তিনি তার ক্লাসে চেক সম্পর্কে পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন একটি চিকের সাথে বিভিন্ন পক্ষ জড়িত থাকে। এসব পক্ষগুলোর মধ্যে রয়েছে আদেষ্টা, আদিষ্ট, প্রাপক, অনুমোদনকারী, অনুমোদন প্রাপক ইত্যাদি। তার মতে, বর্তমান যুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া চেকের অধিক নিরাপত্তা, সহজ বিনিময়ের মাধ্যম, অর্থের বিকল্প ব্যবহার, ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়গুলো চেকের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। জনাব মারুফ বলেন তহবিলের পূর্ণ ব্যবহারে চেক ব্যাপক অবদান রাখে।

ক. বাহক চেক কী?

খ. ব্যাংক ও চেকের উৎপত্তি কেন সমসাময়িক? ব্যাখ্যা করুন।

গ. জনাব মারুফ চেকের যেসব পক্ষের কথা বলেছেন তা বর্ণনা করুন।

ঘ. জনাব মারুফ কেন চেকের ব্যবহার জনপ্রিয় বলে মনে করেন? বিশ্লেষণ করুন।

৬. জনাব রিপন চৌধুরী ইস্টার্ণ ব্যাংকের চেক সেকশনের একজন কর্মকর্তা। তিনি ব্যাংকের গ্রাহকের চেকের বিষয়টি দেখাশুনা করেন। মক্কেলরা যখন চেক জমা দেয় তখন তিনি চেকটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেন যে চেকের সবকিছু সঠিক কি না। এরপর তিনি টাকা প্রদান করেন। একদিন নতুন একজন গ্রাহক এসে জানতে চাইল যে চেক কীভাবে লিখতে হয়। তখন জনাব রিপন গ্রাহককে ব্যবহারিকভাবে দেখিয়ে দিলেন কোথায় হিসাব নং, তারিখ, প্রাপকের নাম, টাকার পরিমাণ ও স্বাক্ষর দিতে হয়।

ক. হুকুম চেক কী?

খ. নগদ অর্থের চেয়ে চেক ব্যবহার অনেক নিরাপদ কেন?

গ. জনাব রিপন চৌধুরী চেক লেখার যে বিষয়গুলো গ্রাহককে বলেছেন তা বর্ণনা করুন।

ঘ. জনাব রিপন চৌধুরী একজন ব্যাংকার হিসাবে চেক গ্রহণের সময় যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার তাৎপর্য মূল্যায়ন করুন।

৭.

নং এসবি ০২৩৪৫

ন্যাশনাল ব্যাংক জয়দেবপুর শাখা, গাজীপুর	সঞ্চয়ী হিসাব নং	৩	২	৭	৯
	তারিখ	২৪	০৪	২০১৮	

প্রদান করুন ..... জনাব রফিকুল .... কে বা বাহককে।

টাকা (কথায়): তিন হাজার টাকা মাত্র।

টাকা:

স্বাক্ষর

এস. জামাল

ক. সাধারণভাবে দাগকাটা চেক কী?

খ. দাগকাটা চেক কত প্রকার? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের চেক উপস্থাপন করা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কতটা যুক্তিসঙ্গত বলে আপনি মনে করেন।

৮. মি. ইমাম কম্পিউটার ক্রয়ে জন্য ৪০,০০০ টাকার একটি প্রত্যয়পত্র ছয় মাস মেয়াদের জন্য খোলেন। এক মাস পর ২৫,০০০ টাকার একটি বিল পরিশোধ করেন। এর পরেও প্রত্যয়পত্রটি পুনরায় ৪০,০০০ টাকার নতুন ঋণপত্রে পরিণত হয়। এভাবে ছয় মাস তিনি এ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এখন তার কম্পিউটার মেরামতের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রনাংশ প্রয়োজন, যা বিদেশ থেকে কিনে আনবেন।

ক. প্রত্যয় পত্র ইস্যু করে কে?

খ. জামানতের প্রধান উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করুন।

গ. মি. ইমামের প্রত্যয়পত্রের নমুনা দেখান।

ঘ. মি. ইমাম কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ বিদেশ হতে কিনতে উক্ত প্রত্যয়পত্রটিকে কীভাবে কাজে লাগাবেন তা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১.খ ২.খ ৩.খ ৪.খ ৫.গ ৬.ঘ ৭.খ ৮.ক ৯.ক ১০.ঘ ১১.ঘ ১২.ক ১৩.ঘ ১৪.খ ১৫.ক ১৬.গ ১৭.গ ১৮.গ ১৯. ঘ ২০. গ ২১. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১. গ ২. খ ৩. গ ৪. খ. ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১. খ ২. গ ৩. ক ৪. গ ৫. খ